ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৪০ বর্ষ ৭ম সংখ্যা | ওয়েবসাইট : du.ac.bd/du_barta | ১৬ শ্রাবণ ১৪৩৩, ৩১ জুলাই ২০২৬

তরুণ উদ্যোক্তারাই আগামী দিনের বাংলাদেশ গড়বে: প্রধানমন্ত্রী

তরুণদের উদ্ভাবনী চিন্তা, সৃজনশীলতা এবং উদ্যোক্তা সম্ভাবনাকে জাতীয় উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে গত ১৪ জুলাই ২০২৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে 'তারুণ্য, স্টার্টআপ ও সম্ভাবনার বাংলাদেশ' শীর্ষক এক বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম এমপি এবং প্রধানমন্ত্রীর ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা রেহান আসিফ আসাদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব মো. মামুনুর রশীদ ভূঞা সূচনা বক্তব্য এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মোর্শেদ হাসান খান স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। এসময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী, প্রক্টর, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী এবং নীতিনির্ধারকরা উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন ও পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে পাঠের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম নিয়ে তথ্যচিত্র প্রদর্শন, সফল উদ্যোক্তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময়, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মুক্ত আলোচনা এবং নির্বাচিত স্টার্টআপ উদ্যোক্তাদের অনুদানের চেক বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানের এই সেশন সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ্-আল-মামুন।

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম। এসময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী ও মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মোর্শেদ হাসান খান উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল 'জাতীয় স্টার্টআপ ও উদ্যোক্তা প্ল্যাটফর্ম'-এর উদ্বোধন। এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম উদ্যোক্তাদের জন্য একটি জাতীয় লঞ্চপ্যাড হিসেবে কাজ করবে। এর মাধ্যমে সরকারি সহায়তা, প্রশিক্ষণ, মেন্টরিং, বিনিয়োগের সুযোগ, অংশীদার প্রতিষ্ঠান এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন-সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা একক প্ল্যাটফর্মে পাওয়া যাবে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, তরুণ উদ্যোক্তারাই আগামী দিনের বাংলাদেশ গড়ার অন্যতম চালিকাশক্তি। তাদের উদ্ভাবনী চিন্তা, সৃজনশীলতা

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫)

ঐতিহাসিক জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বার্ষিকী উদ্‌যাপন

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা ধারণ করে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়তে হবে: উপাচার্য

ঐতিহাসিক জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আগামী ৫ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠেয় দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এক প্রস্তুতি সভা গত ২৭ জুলাই ২০২৬ অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম সভায় সভাপতিত্ব করেন। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, প্রক্টর, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার, অফিস প্রধানগণ এবং বিভিন্ন উপ-কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্যগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় আগামী ৫ আগস্ট বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের সার্বিক প্রস্তুতি, অগ্রগতি ও বিভিন্ন উপ-কমিটির কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়। সফলভাবে এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়।

উল্লেখ্য, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের শহিদদের স্মরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'জুলাই স্মৃতি স্তম্ভ' নির্মাণ করা হবে। আগামী ০৫ আগস্ট 'জুলাই স্মৃতি স্তম্ভ'-এর ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন করা হবে। এছাড়া, জুলাই-গণঅভ্যুত্থান স্মরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে একটি 'জুলাই কর্নার' স্থাপন করা হবে। যেখানে জুলাই আন্দোলনে শহিদদের ব্যবহৃত কাপড় ও

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ১)

ঢাবি থেকে ৩৫ জন গবেষকের পিএইচডি এবং ১৯ জনের এমফিল ডিগ্রি অর্জন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্প্রতি ৩৫ জন গবেষক পিএইচডি, ১৯ জন এমফিল এবং ২ জন ডিবিএ ডিগ্রি অর্জন করেছেন। গত ২২ জুন ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের এক সভায় তাদের এসব ডিগ্রি প্রদান করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম সভায় সভাপতিত্ব করেন।

পিএইচডি ডিগ্রি প্রাপ্তরা হলেন- বাংলা বিভাগের অধীনে আয়শা সিদ্দিকা, মোহাম্মদ আব্দুল বাতেন খান ও আসাদ আহমেদ, সংস্কৃত বিভাগের অধীনে ফারজানা নাজ স্বর্ণ প্রভা, ইতিহাস বিভাগের অধীনে ফারহানা আক্তার শুভ্রা ও সুস্মিতা রানী দাস, দর্শন বিভাগের অধীনে টুম্পা রানী দে, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীনে সুলতানা জেসমিন আরাবী, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন, সংগীত বিভাগের অধীনে আশিক সরকার, রসায়ন বিভাগের অধীনে মোঃ উজ্জ্বল হোসেন ও রাফিজা ইসলাম, ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধীনে তানজীলা হোসেন, একাউন্টিং বিভাগের অধীনে ফাহমিদা বেগম, শুভ ব্রত সাহা ও সুব্রত কুমার বাহাদুর, মার্কেটিং বিভাগের অধীনে আলী মোহাম্মদ কাওসার ও সুমা আক্তার, ফিন্যান্স বিভাগের অধীনে মুহাম্মদ এনামুল হক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে তানজিনা নওশিন ও মুহাম্মদ জহিরুল আলম, লোক প্রশাসন বিভাগের অধীনে আয়শা জাহান, নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে মুহাম্মদ আমীরুল হক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধীনে তামান্না আক্তার, প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অধীনে মোঃ আরিফুল ইসলাম ও কাজী জান্নাতুল ফেরদৌস, অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের অধীনে নাজমুন নাহার, মোঃ শাহরিয়ার কবীর শাকিল ও সুলতানা জোহরা মান্নান, ক্লিনিক্যাল ফার্মেসী ও ফার্মাকোলজি বিভাগের অধীনে মোঃ সালাহউদ্দীন মিল্লাত, ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের অধীনে নাছরীন আক্তার ও মোহাম্মদ আমিরুল হক, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অধীনে আনজুম

(পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩)

নেচার ইনডেক্সে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে গবেষণায় শীর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যুক্তরাজ্যভিত্তিক বিজ্ঞানবিষয়ক খ্যাতনামা সাময়িকী নেচারের সর্বশেষ প্রকাশিত নেচার ইনডেক্সে বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শীর্ষ গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্থান লাভ করেছে। আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা প্রকাশনা, গবেষকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং জ্ঞানসৃষ্টিতে ধারাবাহিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ এই স্থান অর্জন করেছে। একই সঙ্গে নেচার ইনডেক্সে বাংলাদেশের অবস্থানও উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নীত হয়েছে, যা দেশের গবেষণা ও উচ্চশিক্ষা খাতের ক্রমবর্ধমান সক্ষমতার প্রতিফলন।

নেচার ইনডেক্সের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ১৯৪টি দেশের মধ্যে গবেষণায় বাংলাদেশের অবস্থান ৫৪তম। গত বছর এ তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৬১তম। ফলে এক বছরে বাংলাদেশ ৭ ধাপ এগিয়েছে। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ আগেরবারের মতো এবারও ১৩তম অবস্থানে রয়েছে। বিশ্বের ১৭৮টি শীর্ষস্থানীয় আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সাময়িকীতে ১ মার্চ ২০২৫ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সময়কালে প্রকাশিত গবেষণাপত্রের তথ্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নেচার ইনডেক্সের এই সূচক প্রণয়ন করা হয়েছে।

সর্বশেষ সূচকে বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ও গবেষকদের প্রকাশিত মোট গবেষণা নিবন্ধের সংখ্যা ১৪৩টি এবং গবেষণায় অবদানের হার (Share) ৩৫ দশমিক ৭৪ শতাংশ। এর মধ্যে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ ২১টি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশ করে শীর্ষস্থান অর্জন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম এ অর্জনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থী এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, নেচার ইনডেক্সে দেশের শীর্ষ গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান আমাদের জন্য অত্যন্ত গৌরবের। এই অর্জন প্রমাণ করে যে, আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা ও জ্ঞানচর্চায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে। গবেষণার মানোন্নয়ন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণ এবং গবেষকদের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, একবিংশ শতাব্দীর জ্ঞানভিত্তিক বিশ্বে গবেষণাই উন্নয়ন ও উদ্ভাবনের প্রধান চালিকাশক্তি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন, জনস্বাস্থ্য, প্রযুক্তিগত রূপান্তর এবং টেকসই উন্নয়নসহ সমসাময়িক বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গবেষণার বিকল্প নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা, উদ্ভাবন ও জ্ঞানসৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন এবং বৈশ্বিক অগ্রগতিতে আরও কার্যকর অবদান রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে জাতীয় পরিবেশ পদক গ্রহণ করলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা)

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নিকট থেকে 'জাতীয় পরিবেশ পদক ২০২৫' গ্রহণ করেছেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম। গত ৯ জুলাই ২০২৬ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৬-এর জাতীয় অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান তাঁর হাতে এই পদক তুলে দেন।

উল্লেখ্য, পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে অসাধারণ অবদানের জন্য গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ক্যাটাগরিতে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম 'জাতীয় পরিবেশ পদক ২০২৫' লাভ করেছেন। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় গত ৭ জুন ২০২৬ এসংক্রান্ত এক প্রজ্ঞাপন জারি করে।

প্রসঙ্গত, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) এবং রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম পরিবেশ, বায়ু দূষণ ও প্রযুক্তি বিষয়ে প্রায় ২৫

(পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩)

সমন্বিত বৃক্ষ শুমারির ফলাফল প্রকাশ ১৭,১৬১টি বৃক্ষ, ২৭৭টি প্রজাতি শনাক্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো পরিচালিত সমন্বিত বৃক্ষ শুমারি-২০২৫-এর ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এই শুমারির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বৃক্ষসম্পদের প্রজাতিগত বৈচিত্র্য, পরিবেশগত অবদান, কার্বন মজুদ, স্বাস্থ্যগত অবস্থা এবং স্থানিক অবস্থানের একটি পূর্ণাঙ্গ ও বৈজ্ঞানিক তথ্যভাণ্ডার তৈরি হয়েছে, যা ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজায়ন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

গত ২ জুলাই ২০২৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের কনফারেন্স কক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ শুমারির ফলাফল প্রকাশ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবরিকালচার সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার এবং আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. হুমায়ুন কবীর উপস্থিত ছিলেন। আরবরিকালচার সেন্টার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ সংসদ এবং বাংলাদেশ সোসাইটি ফর ইকোলজিক্যাল রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ-এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়।

শুমারির ফলাফলে দেখা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ৬২টি গোত্রের ২৭৭টি প্রজাতির মোট ১৭,১৬১টি বৃক্ষ রয়েছে। প্রজাতির ভিত্তিতে ৫৮ শতাংশ দেশি এবং ৪২ শতাংশ বিদেশি প্রজাতি শনাক্ত হয়েছে। তবে বৃক্ষ সংখ্যার ভিত্তিতে দেশি ও বিদেশি বৃক্ষের

(পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১)

জাতির প্রত্যাশা পূরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সবসময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে: উপাচার্য

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের ইতিহাস, গণতান্ত্রিক আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ এবং জাতি গঠনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেশের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদানের পাশাপাশি উচ্চশিক্ষা, গবেষণা এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

উপাচার্য ভাষা আন্দোলন, মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ, নব্বইয়ের গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং ২০২৪ সালের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে অবদান রাখা শহীদ ও সংগ্রামীদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, সংকটের প্রতিটি মুহূর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাতির প্রত্যাশা পূরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষ্যে গত ১ জুলাই ২০২৬ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের প্রতিপাদ্য 'গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও উচ্চশিক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'

(পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪)

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বার্ষিকী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অন্যান্য সামগ্রী, ভিডিও চিত্র, স্থির চিত্র ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় সংরক্ষিত থাকবে।

আগামী ০৫ আগস্ট ২০২৬ সকাল ১১:০০ টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। এদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ 'মসজিদুল জামিয়া'য় বাদ আছর মিলাদ ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পয়েন্টে ডিসপ্লে স্থাপন করে ০৫ আগস্ট জুলাই আন্দোলনের ডকুমেন্টারি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া, জুলাই আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের উপযুক্ত প্রমাণ সাপেক্ষে স্বীকৃতি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দেয়ালে অঙ্কিত জুলাই গ্রাফিতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে পুনরায় রংকরণ করা হবে। এলক্ষ্যে ইতোমধ্যেই দেয়াল সমূহ ঘষা-মাজার কাজ শুরু হয়েছে। জুলাই আন্দোলনে বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি স্মরণিকা প্রকাশের কাজ চলমান রয়েছে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহত শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি মওকুফ ঃ
২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে ছাত্র জনতার আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থানে আহত শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি মওকুফ করা হয়েছে। ফাইন্যান্স কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী গত ২২ জুন ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় আহত শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি মওকুফের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম সভায় সভাপতিত্ব করেন।

বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান অনুষদ
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা ধারণ করে বৈষম্যহীন, ন্যায়ভিত্তিক ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম। তিনি বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না; দীর্ঘদিনের বৈষম্য, শোষণ, অন্যায় ও গণআকাঙ্ক্ষা উপেক্ষার ধারাবাহিক পরিণতিই ছিল এই গণ-অভ্যুত্থান। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়-জনগণের অধিকার হরণ করে কোনো শাসক দীর্ঘদিন ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে না। গত ২৬ জুলাই ২০২৬ বিজ্ঞান অনুষদের উদ্যোগে বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান অনুষদের কনফারেন্স কক্ষে 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ২০২৪: ছাত্র-জনতার আকাঙ্ক্ষা ও ভবিষ্যতের বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. তাজমেরী এস. এ. ইসলাম। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আ ফ ম ইউসুফ হায়দার। স্বাগত বক্তব্য দেন বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. মোফাজ্জল হোসেন।

উপাচার্য জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জুলাইয়ের চেতনাকে কেবল আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ রাখতে চায় না; বরং প্রতিটি কার্যক্রমে বৈষম্যবিরোধী ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের আদর্শকে ধারণ করতে চায়।

শামসুন নাহার হল ঃ শামসুন নাহার হলের উদ্যোগে গত ২৬ জুলাই ২০২৬ হল মিলনায়তনে 'স্মৃতিতে জুলাই' শীর্ষক জুলাই গণ-অভ্যুত্থান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা, ডকুমেন্টারি প্রদর্শন, স্মৃতিচারণ, কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য পরিবেশন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. নাসরিন সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে হল সংসদের ভিপি কুররাতুল আইন কানিজ ও জিএস সামিয়া মাসুদ মম বক্তব্য রাখেন। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে হলের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিয়ে ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নিয়ন মনি, সীমা আক্তার ও আশা তালুকদার স্মৃতিচারণ করেন। ইরাতফা বিনতে রেদওয়ান ও জারিন তাসনিম বিপা কবিতা আবৃত্তি করেন। নওশিন তাসনিম বাঁধন নৃত্য পরিবেশন করেন। সামিয়া মাসুদ মম ও জারিন তাসনিম বিপা অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। এসময় হলের আবাসিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ ঃ ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে গত ২৭ জুলাই ২০২৬ ''তারুণ্যের মননে জুলাই'' শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মনিরা বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে পুরস্কার বিতরণ করেন ।

পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ এবং সেন্টার ফর বুদ্ধিস্ট হেরিটেজ এন্ড কালচারঃ
পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ এবং সেন্টার ফর বুদ্ধিস্ট হেরিটেজ এন্ড কালচারের যৌথ উদ্যোগে গত ২৮ জুলাই ২০২৬ অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া লেকচার হলে জুলাই স্মৃতির স্মরণে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শান্টু বড়ুয়ার সভাপতিত্বে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া এবং সেন্টার ফর বুদ্ধিস্ট হেরিটেজ এন্ড কালচারের পরিচালক অধ্যাপক ড. বেলু রানী বড়ুয়া শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন। সহকারী অধ্যাপক জ্যোতিস্বী চাকমা এবং প্রভাষক কে এম আফতাবুল ইসলাম তন্ময় অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ ঃ
তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের উদ্যোগে গত ২৮ জুলাই ২০২৬ কলাভবনের ১০০৭ নং শ্রেণিকক্ষে 'স্মৃতিপটে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. রোকনুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. সাইফুল ইসলাম মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ারুল ইসলাম। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন সহযোগী অধ্যাপক রওশন আক্তার।

চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগ ঃ চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে গত ২৮ জুলাই ২০২৬ নাসিরুল্লাহ ফাউন্ডেশন কনফারেন্স হলে 'ফিরে দেখা জুলাই ২০২৪' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া, অনুষ্ঠানে ফ্রি মেন্টাল হেলথ অ্যাসেসমেন্ট এবং কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হয়। চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মো. শাহানূর হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল করিম প্রধান অতিথি এবং আইইউবিএটি-এর প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ড. মুহাম্মাদ মাহমুদুর রহমান সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

মাস্টারদা সূর্যসেন হল ঃ মাস্টারদা সূর্যসেন হলের উদ্যোগে গত ২৯ জুলাই ২০২৬ হলের টিভি কক্ষে 'স্মৃতিতে রক্তিম জুলাই' শীর্ষক এক আলোচনা সভা, স্মারক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। সূর্যসেন হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী প্রধান অতিথি এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী ও হামলার শিকার মারুফা মায়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত বক্তব্য দেন আয়োজন কমিটির আহ্বায়ক ড. মো. আজহারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মোখলেছুর রহমান জাবির, মোঃ আবিদুর রহমান (মিশু) এবং আরমান। শিক্ষার্থীদের স্মৃতিচারণ পর্বে আন্দোলনকালীন অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন মনোয়ার হোসেন সোহাগ, মো. আবু জাফর, মো. আরিফুল ইসলাম, সাকিবুল হাসান, আজিজুল হক এবং মনোয়ার হোসেন প্রান্ত। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে হল সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংসদের আয়োজনে 'এ মৃত্যু উপত্যকা' শীর্ষক কবিতা আবৃত্তি এবং স্মারক সংগীত পরিবেশিত হয়। এছাড়া গণ-অভ্যুত্থানের স্মৃতিবিজড়িত আন্দোলনকালীন আলোকচিত্র নিয়ে হলের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে 'স্মৃতিতে আমার জুলাই' শীর্ষক বিশেষ চিত্র প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়।

ক্রিমিনোলজি বিভাগ ঃ ক্রিমিনোলজি বিভাগের উদ্যোগে 'জুলাই বিপ্লব স্মৃতি আলোচনা' শীর্ষক কবিতা আবৃত্তি ,স্মৃতিচারণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গত ২৯ জুলাই ২০২৬ অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভাগীয় চেয়ারম্যান মো. রেজাউল করিম সোহাগের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক কাজী মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান সম্মানিত অতিথি এবং প্রক্টর মো. ইসরাফিল রতন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রভাষক ফাবিয়া মাহবুব স্বাগত বক্তব্য দেন। শিক্ষার্থীরা স্মৃতিচারণ, কবিতা আবৃত্তি ও সংগীত পরিবেশন করেন। জুলাই আন্দোলন নিয়ে একটি ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়। ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী ফারহান আহমাদ ও আশফা বিনতে লতিফ অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

ফজলুল হক মুসলিম হল ঃ গত ২৯ জুলাই ২০২৬ ফজলুল হক মুসলিম হলের টিভি রুমে 'জুলাই'২৪ গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতির স্মরণে' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি উপস্থিত ছিলেন। হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. ইলিয়াস আল-মামুনের সভাপতিত্ব অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. মো. আসলাম হোসেন এবং বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. মোফাজ্জল হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। আবাসিক শিক্ষক অধ্যাপক ড. শেখ জহির রায়হান, হল সংসদের ভিপি খন্দকার মো. আবু নাঈম, জিএস ইমামুল হাসান, পাঠকক্ষ সম্পাদক মো. তায়েফ হোসেন ভূঁইয়া, হল শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মো. আবিদ হাসনাত ও সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক বি এম ফাহিম শাহরিয়ার দীপ্ত বক্তব্য রাখেন। জুলাই'২৪ স্মরণসভা আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মো. আল আমীন সিকদার অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। অনুষ্ঠানে 'গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থান' শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারকারীকে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার প্রাপ্তরা হলেন- মো. সিফাত আলী (ফার্মেসী), ফাহিম শাহরিয়ার (প্রাণিবিদ্যা) ও মো. মহসীন উদ্দিন শাফি (গণিত)।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে গত ২৯ জুলাই ২০২৬ "জুলাই স্মরণে : স্মৃতি, সংগ্রাম ও স্বপ্ন" শীর্ষক এক আলোচনা সভা, স্মারক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ড. নাছিমা খাতুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন কাজী মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

কবি জসীম উদদ্দীন হল ঃ কবি জসীম উদদ্দীন হলের উদ্যোগে গত ২৯ জুলাই ২০২৬ জুলাই বিপ্লবকে উপজীব্য করে উপস্থিত রচনা প্রতিযোগিতা ও বিশেষ পার্লামেন্টারি বিতর্ক, শহিদদের রুহের মাগফিরাত কামনায় হল মসজিদে বিশেষ মোনাজাত এবং হল অডিটোরিয়ামে 'স্মৃতিতে ও জাগরণে জীবন্ত জুলাই' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এস. এম. আরিফ মাহমুদের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী প্রধান অতিথি এবং প্রক্টর মো. ইসরাফিল প্রাং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুজ্জামান। এছাড়া গণ-অভ্যুত্থানের শহীদ ফারহান ফাইয়াজ এবং শহীদ মাহামুদুর রহমান সৈকতের পরিবারকে কবি জসীম উদদ্দীন হল প্রশাসনের পক্ষ থেকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

রোকেয়া হল ঃ গত ৩০ জুলাই ২০২৬ রোকেয়া হলের ৭ই মার্চ ভবন অডিটোরিয়ামে 'জুলাই স্মরণে আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান' ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. হোসনে আরা বেগম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান বিষয়ক' রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও বিশেষ স্থান অর্জনকারী ৪ জন শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন- সাদিয়া আক্তার (ভূতত্ত্ব), সিনথিয়া মেহরিন সকাল (ক্রিমিনোলজি), মুকমিনা আক্তার (বাংলা) এবং রুমি সুলতানা (ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস)।

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ ঃ প্রাণিবিদ্যা বিভাগের উদ্যোগে 'রক্তিম জুলাইঃ মুক্তির নতুন দিগন্ত' শীর্ষক অনুষ্ঠান গত ৩০ জুলাই ২০২৬ বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহমুদ-উল-আমীন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আমিনুল ইসলাম ভূইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আবদুল করিম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক ড. মো. মিজানুর রহমান স্বাগত বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে একটি ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়। ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী কারিশমা আখতার কথা ও নওশাদ বিন জামান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদ ঃ আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের উদ্যোগে গত ৩০ জুলাই ২০২৬ ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের রফিকুল ইসলাম খান অডিটোরিয়ামে 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ও বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থা' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আর্থ এন্ড এভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. হুমায়ুন কবীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক মহাম্মদ সফি উল্যাহ্ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। আলোচনায় অংশ নেন ভূতত্ত্ব বিভাগের সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল হাসান এবং সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. কে এম আজম চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য দেন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী মো. ফজলুল হক। জুলাই অভ্যুত্থানের স্মৃতিচারণ করেন ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের শিক্ষার্থী কুররাতুল আইন কানিজ, আরিয়ান, ভূতত্ত্ব বিভাগের ইলহাম বিনতে ইলিয়াস, ডিজাস্টার সায়েন্স এন্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স বিভাগের সামিহা আলম তানিশা, সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের মো. শরিফুল ইসলাম এবং মুয়াজ ইবনে হারুন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের প্রভাষক জান্নাতুল ফেরদৌস।

সংস্কৃত বিভাগ ঃ সংস্কৃত বিভাগের উদ্যোগে গত ৩০ জুলাই ২০২৬ 'স্মৃতিতে জুলাই গণঅভ্যুত্থান' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কলা অনুষদের ডিন ও সংস্কৃত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার সভায় সভাপতিত্ব করেন। এসময় বিভাগের অন্যান্য শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। জুলাই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী ধ্রুব রায়, শিমু আক্তার, মো. মাসুম ইসলাম হানিফ, জামিদুল রহমান জামিল, মো. হেলাল চৌধুরী, মো. ইমরান হোসনে এবং মো. জামিদুল ইসলাম বক্তব্য প্রদান করেন।

ইংরেজি বিভাগ ঃ ইংরেজি বিভাগের উদ্যোগে গত ৩০ জুলাই ২০২৬ ''July Commemoration Programme'' শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ইংরেজি বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. তাজিন আজিজ চৌধুরীসহ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ঃ সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের উদ্যোগে জুলাই বিপ্লব ও ছাত্র গণ-অভ্যুত্থান স্মরণে স্মৃতিচারণমূলক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল গত ৩১ জুলাই ২০২৬ হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আবদুস সালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম ও প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেন। বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. মোফাজ্জল হোসেন ও হল সংসদের ভিপি মো. জায়েদুল হক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। হলের ৬জন আবাসিক শিক্ষার্থী জুলাই গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন। হল সংসদের জিএস সাদমান আব্দুল্লাহ অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। অনুষ্ঠানে 'জুলাই বিপ্লব ও ছাত্র গণ-অভ্যুত্থান' শীর্ষক কুইজ প্রতিযোগিতায় ৮জন বিজয়ীকে পুরস্কৃত করা হয়।

কবি সুফিয়া কামাল হল ঃ কবি সুফিয়া কামাল হলে গত ৩১ জুলাই ২০২৬ দোআ মাহফিল, পোস্টার প্রদর্শন প্রতিযোগিতা, জুলাই শহদিদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন, স্মৃতি কথন, কুইজ প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা, পুরস্কার বিতরণ এবং ফটোসেশন অনুষ্ঠিত হয়। হলটির উদ্যোগে ''জুলাইয়ের চেতনা ঃ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ'' শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ ঃ উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের উদ্যোগে 'July Uprising: Contribution to the State Building and Development in Bangladesh' শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ৩ আগস্ট প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হবে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকলকে উপহার হিসেবে 'বই' প্রদান করা হবে।

তরুণ উদ্যোক্তারাই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ও উদ্যোগ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সামাজিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তিনি উদ্যোক্তাদের উদ্দেশে বলেন, পথচলা সহজ নয়; সফলতার জন্য নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ, প্রতিকূলতা ও বাধা অতিক্রম করতে হবে। তবে দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, অধ্যবসায় এবং আত্মবিশ্বাস থাকলে সফলতা অর্জন সম্ভব।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, জীবনের লক্ষ্য অর্জনে ধৈর্য ও নিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। নিজের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন, অপমান এবং নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন। দীর্ঘ সংগ্রাম ও ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই তিনি আজকের অবস্থানে পৌঁছেছেন। তাই নতুন উদ্যোক্তাদেরও দৃঢ় মনোবল নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার উদ্যোক্তাদের পাশে রয়েছে এবং তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। তিনি বলেন, আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি। আপনাদের পথচলায় সহযোগিতা করার জন্য, দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য এবং সম্ভাবনার দুয়ার উন্মুক্ত করতে আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করব। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের তরুণদের উদ্ভাবনী কার্যক্রম ও সাফল্যের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন উদ্ভাবন ও প্রতিযোগিতামূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী শিশু-কিশোর ও তরুণদের সৃজনশীলতা তাঁকে নতুন করে আশাবাদী করেছে। তাদের মেধা, দক্ষতা ও উদ্ভাবনী সক্ষমতা দেখে তিনি বিশ্বাস করেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হবে। তিনি আরও বলেন, আমরা আজ যে পরিবর্তনের জন্য কাজ করছি, যে স্বপ্ন নিয়ে দেশকে এগিয়ে নিতে চাইছি, আগামী দিনে সেই দায়িত্ব গ্রহণের মতো দক্ষ ও যোগ্য তরুণ প্রজন্ম বাংলাদেশে তৈরি হচ্ছে। এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় আশার জায়গা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত উদ্যোক্তাদের উদ্যোগের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণে তাদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সকল উদ্যোক্তার সাফল্য কামনা করেন এবং বাংলাদেশকে আরও সমৃদ্ধ, উদ্ভাবননির্ভর ও আত্মনির্ভরশীল রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম ধন্যবাদ জ্ঞাপনকালে বলেন, 'তারুণ্য, স্টার্টআপ ও সম্ভাবনার বাংলাদেশ' শীর্ষক এই আয়োজন কেবল একটি আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠান নয়; বরং এটি ছিল তরুণদের স্বপ্ন, উদ্ভাবনী চিন্তা, সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জ নিয়ে একটি উন্মুক্ত সংলাপের অনন্য প্ল্যাটফর্ম। তিনি বলেন, অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, তরুণ উদ্যোক্তা, গবেষক, বিনিয়োগকারী, শিক্ষাবিদ এবং নীতিনির্ধারকদের অংশগ্রহণ জ্ঞানভিত্তিক ও উদ্ভাবননির্ভর বাংলাদেশ গঠনের একটি সমন্বিত প্রয়াসকে প্রতিফলিত করেছে। উপাচার্য বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সবসময় দেশের চিন্তা, আন্দোলন, নেতৃত্ব ও জাতীয় অগ্রগতির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ভূমিকা পালন করে এসেছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের এই যুগে বিশ্ববিদ্যালয়কে নতুন ধারণা, উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগ সৃষ্টির প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তিনি শিক্ষার্থীদের শুধু চাকরির প্রত্যাশী না হয়ে প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশের আহ্বান জানান। পরিবহন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতিসহ বিভিন্ন খাতের সমস্যাকে উদ্ভাবনের সুযোগ হিসেবে দেখার এবং সৃজনশীল সমাধান উদ্ভাবনের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার নিরাপত্তা, ভাষা প্রযুক্তি, ডিজিটাল পরিচয় ব্যবস্থা এবং তথ্যনির্ভর শাসনব্যবস্থার যুগে তরুণদের নতুন দক্ষতা অর্জন ও উদ্ভাবনী সক্ষমতা বিকাশের বিকল্প নেই। তিনি বলেন, ব্যর্থতার ভয়কে জয় করে মেধা, কৌতূহল ও সৃজনশীলতাকে কাজে লাগাতে পারলেই তরুণরা দেশের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

তিনি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বিভিন্ন উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, তরুণদের জন্য মেন্টরিং, প্রশিক্ষণ, প্রোটোটাইপ উন্নয়ন, ইনকিউবেশন এবং বিনিয়োগ সংযোগের যে সমন্বিত রোডম্যাপ গড়ে তোলা হয়েছে, তা উদ্ভাবনী ধারণাকে সফল উদ্যোগে রূপান্তরের পথকে আরও সহজ করবে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষকরাও গবেষণা ও শিক্ষাকে বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উপাচার্যের সঙ্গে বিদেশি অতিথিদের সাক্ষাৎ

ভারতীয় অধ্যাপক

ভারতের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সুস্মিতা চক্রবর্তী গত ২৭ জুলাই ২০২৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. রোকনুজ্জামান এবং অধ্যাপক ড. মো. সাইফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিনিময়ের বিষয় নিয়েও বৈঠকে আলোচনা করা হয়। অধ্যাপক ড. সুস্মিতা চক্রবর্তী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের পাঠ্যক্রম উন্নয়ন ও সিলেবাস আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিকে ধন্যবাদ জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমকে আরও সমৃদ্ধ করতে বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

চীনা প্রতিনিধিদল

চীনা কোম্পানি ভিভো বাংলাদেশের চেয়ারম্যান মি. হে শি-এর নেতৃত্বে ৫- সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২৬ জুলাই ২০২৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা ছিলেন একই কোম্পানির মি. ঝাং জিং, মি. অ্যান্টনি, মি. ডেভিড এবং মি. জন স্টিভ গোমেজ।

এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. শহিদুল ইসলাম জাহিদ, সহযোগী অধ্যাপক ড. সাদিয়া নূর খান, সহকারী প্রক্টর আলী মোহাম্মদ কাওসার এবং সহকারী অধ্যাপক ড. মো. তানভীর হামিম উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভিভো বাংলাদেশের মধ্যে ব্যবসায়িক দক্ষতা এবং নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক যৌথ সহযোগিতামূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যে বহু বছর ধরে ঐতিহাসিক সম্পর্ক বিরাজ করছে। শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কোম্পানির সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে আগ্রহী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রদর্শনের জন্য তিনি অতিথিদের ধন্যবাদ জানান।

জাপানের অধ্যাপক

জাপানের এহিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কোজো ওয়াতানাবে গত ২০ জুলাই ২০২৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে তাঁরা জাইকার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় "ঢাকা মহানগর এলাকায় অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (এএমআর) জনিত স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে পানির গুণগত মান পর্যবেক্ষণ ও পরিশোধন প্রযুক্তি" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাপানের এহিম বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ সহযোগিতামূলক গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আন্তর্জাতিক সহযোগিতামূলক গবেষণা পরীক্ষাগার এবং একটি স্যাটেলাইট অফিস স্থাপনের সম্ভাব্যতা নিয়েও তাঁরা আলোচনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিকে ধন্যবাদ জানান। শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের উন্নয়নে জাইকা এবং বিভিন্ন জাপানি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার ব্যাপারে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন।

পরে, অধ্যাপক ড. কোজো ওয়াতানাবে প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানীর সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

সমন্বিত বৃক্ষ শুমারির ফলাফল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অনুপাত যথাক্রমে ৫৪ শতাংশ ও ৪৬ শতাংশ। সর্বাধিক আধিক্যসম্পন্ন ১৫টি বৃক্ষ প্রজাতির মধ্যে পাঁচটি বিদেশি প্রজাতি রয়েছে, যার মধ্যে মেহগনি, দেবদারু, ম্যাকারথুরি পাম, রেইনট্রি এবং সেগুন উল্লেখযোগ্য।

শুমারি অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বৃক্ষসমূহের মোট ভূ-উপরিভাগীয় জীবভর ৯,৯০০ মেট্রিক টন এবং ভূ-নিম্নীয় জীবভর ২,৩৭০ মেট্রিক টন। এসব বৃক্ষের মাধ্যমে মোট ৪,৬৫০ মেট্রিক টন কার্বন মজুদ রয়েছে। জীবভরের ক্ষেত্রে দেশি ও বিদেশি বৃক্ষের অবদান যথাক্রমে ২১.৫ শতাংশ এবং ৭৮.৫ শতাংশ।

উপযোগিতার ভিত্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃক্ষসম্পদের মধ্যে ফলদ বৃক্ষ ২৫ শতাংশ, প্রাণিকূল সহায়ক বৃক্ষ ২২ শতাংশ, ঔষধি বৃক্ষ ২১ শতাংশ, কাঠ উৎপাদনকারী বৃক্ষ ২০ শতাংশ এবং শোভাবর্ধনকারী বৃক্ষ ১২ শতাংশ। বৃক্ষের স্বাস্থ্য মূল্যায়নে মোট ১,৮১১টি বৃক্ষকে বিভিন্ন মাত্রার স্বাস্থ্যগত ঝুঁকিতে এবং ২,২১৩টি বৃক্ষকে সম্ভাব্য বৃক্ষজনিত বিপর্যয় (Tree Hazard) শ্রেণিতে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ঢাবি শিক্ষার্থীর সাফল্য

রাশিয়ায় 'KARTINA MIRA' শীর্ষক আন্তর্জাতিক চিত্রকর্ম প্রতিযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদভুক্ত অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগের ২০১৮-২০১৯ সেশনের শিক্ষার্থী অরনী হোসেন অথৈ-এর আঁকা 'The Craftsman' শীর্ষক চিত্রকর্মটি সেরা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। তরুণ শিল্পীদের নিয়ে সম্প্রতি রাশিয়ার সামারা শহরে এই আন্তর্জাতিক চিত্রকর্ম প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, প্রতিযোগিতায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের তরুণ শিল্পীদের মোট ১হাজার ৬শ' ৫৩টি চিত্রকর্ম জমা পড়ে।

সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর নিকোলাই মিখাইলোভিচ ক্রোপাচেভ গত ২৪ জুন ২০২৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেট ট্রেটইয়াকোভ গ্যালারিতে এক অনুষ্ঠানে অরনী হোসেন অথৈ-কে সনদপত্র ও সম্মাননা প্রদান করেন।

কৃতী এই শিক্ষার্থী গত ০৫ জুলাই ২০২৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আন্তর্জাতিক চিত্রকর্ম প্রতিযোগিতায় সেরা শিল্পী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় উপাচার্য অরনী হোসেন অথৈ-কে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, তার এই অর্জনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত।

জাতীয় পরিবেশ পদক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বছর যাবৎ গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। বায়ু দূষণ, Atmospheric Science, জলবায়ু পরিবর্তন ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা পরিচালনা করে তিনি বাংলাদেশের বায়ুর মানোন্নয়ন, দূষণের উৎস শনাক্তকরণ ও এসংক্রান্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁর অসংখ্য গবেষণা প্রবন্ধ দেশ-বিদেশের খ্যাতিমান জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম দেশ-বিদেশে অসংখ্য সম্মেলন ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন এবং ১৫০টিরও বেশি থিসিস তত্ত্বাবধান করেন।

জাতীয় পরিবেশ পদক লাভ করায় শিক্ষক এবং কর্মকর্তাগণ প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা)-কে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা ও প্রচার এবং পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এবছর ৩ জন ব্যক্তি ও ৩টি প্রতিষ্ঠানকে 'জাতীয় পরিবেশ পদক ২০২৫' প্রদান করা হয়েছে।

এমফিল ডিগ্রি অর্জন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জেরিন রূপা, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ ইনস্টিটিউটের অধীনে ইশরাত শামীম ও মো. আব্দুর রকিব। এম ফিল ডিগ্রি প্রাপ্তরা হলেন- আরবী বিভাগের অধীনে ওমর ফারুক ও মাহমুদুল মুনীর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে সাইফুল ইসলাম, তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধীনে আফরিন সুলতানা, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে শুভ রায়, মার্কেটিং বিভাগের অধীনে তাসমিয়া জায়গীরদার, ফিন্যান্স বিভাগের অধীনে মোঃ মাহাফুজ কবীর, ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধীনে তাহিয়া চৌধুরী ও সনিয়া আক্তার, পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের অধীনে মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধীনে সালওয়া প্রধান, মোছাঃ আসিফা আক্তার ও শিল্পী রানী সিকদার, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের অধীনে মো. হাফিজুর রহমান, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধীনে আবু ফয়সল আহমদ, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অধীনে সাজিয়া আফরিন ও ফেরদৌস আরা এবং সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে হোসাইন মাহমুদ ও নাঈমুল রাজ্জাক। ডিবিএ ডিগ্রি প্রাপ্তরা হলেন- ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধীনে নাজিয়া শারমিন ও ফিন্যান্স বিভাগের অধীনে মোঃ সাইফুল ইসলাম।

বাংলাদেশ-জাপান শিক্ষা

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

গবেষণা, ভর্তি প্রক্রিয়া, বৃত্তি সুবিধা-সহ, শিক্ষার্থী জীবন এবং বাংলাদেশ-জাপান একাডেমিক সহযোগিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষক, জাপানে উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী শিক্ষার্থী এবং জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশি প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।

তুরস্ক ভিত্তিক প্রকাশনা সংস্থার প্রতিনিধিদল

তুরস্ক ভিত্তিক প্রকাশনা সংস্থা 'সোজলার পাবলিকেশন'-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক দাউদ সিসিওগ্লু-এর নেতৃত্বে ৪-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২৬ জুলাই ২০২৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তুরস্কের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদারের বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রতিনিধিদলের সদস্যরা আগামী অক্টোবর মাসে তুরস্কে অনুষ্ঠেয় 'Quranic Solutions to Global Crises' শীর্ষক '১৩ম আন্তর্জাতিক বদিউজ্জামান সিম্পোজিয়ামে' অংশগ্রহণের জন্য উপাচার্যকে আমন্ত্রণ জানান। 'ইস্তাম্বুল ফাউন্ডেশন ফর নলেজ এন্ড কালচার' এই সিম্পোজিয়াম আয়োজন করবে।

পরে তাঁরা বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী অনূদিত এবং সোজলার পাবলিকেশন প্রকাশিত পবিত্র কুরআনের তাফসির গ্রন্থ 'রিসালায়ে নূর সমগ্র' উপাচার্যকে উপহার দেন। তুরস্ক সফরের আমন্ত্রণ এবং গ্রন্থ উপহারের জন্য উপাচার্য অতিথিদের ধন্যবাদ জানান।

এফইএস-এর আবাসিক প্রতিনিধি

জার্মানির একটি বেসরকারি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ফ্রিডরিখ এবার্ট স্টিফটুং (এফইএস) বাংলাদেশ-এর আবাসিক প্রতিনিধি ড. ফেলিক্স গ্যার্ডেস গত ২২ জুলাই ২০২৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় এফইএস-এর কর্মসূচি উপদেষ্টা সাধন কুমার দাস তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

বৈঠকে তাঁরা শিক্ষা ও গবেষণা সহযোগিতার মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জার্মানির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ফ্রিডরিখ এবার্ট স্টিফটুং (এফইএস) জার্মানির মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন, শ্রম অধিকার, সক্ষমতা বৃদ্ধি, গণতান্ত্রিক নীতি ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের সম্ভাব্যতা নিয়েও তাঁরা আলোচনা করেন।

একটি জ্ঞানভিত্তিক ও উন্নত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে গবেষণা, প্রকাশনা এবং সংলাপের মাধ্যমে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি এবং তা তরুণ প্রজন্মের কাছে ছড়িয়ে দেওয়ার ওপর তাঁরা গুরুত্বারোপ করেন।

সমাজে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকাশের লক্ষ্যে যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও গবেষণাপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কাজ করার ব্যাপারে এফইএস-এর আবাসিক প্রতিনিধি আগ্রহ প্রকাশ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিকে ধন্যবাদ জানান।

জাতির প্রত্যাশা পূরণে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শীর্ষক এক আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। আলোচনা সভার শুরুতে দিবসটি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত 'স্মরণিকা'র মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এর আগে একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

উপাচার্য উল্লেখ করেন, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন র‍্যাঙ্কিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ধারাবাহিকভাবে উন্নত হচ্ছে। টাইমস হায়ার এডুকেশন ইমপ্যাক্ট র‍্যাঙ্কিং ২০২৬, কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিং ২০২৭ এবং কিউএস এশিয়া র‍্যাঙ্কিংয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এর একাডেমিক উৎকর্ষের স্বীকৃতি বহন করে। প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা গেলে ভবিষ্যতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাতারে স্থান করে নিতে সক্ষম হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, গবেষণা, উদ্ভাবন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং শিক্ষার্থীদের কল্যাণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ২০২৬-২০৪৬ মেয়াদের 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক প্ল্যান' বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, উদ্ভাবননির্ভর ও নৈতিক নেতৃত্বসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি গবেষণা ও শিক্ষার্থী কল্যাণ খাতে পৃথক তহবিল গঠনে প্রাক্তন শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

উপাচার্য শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও সমৃদ্ধ, আধুনিক ও বিশ্বমানের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার আহ্বান জানান।

সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. এ এফ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। আলোচনায় অংশ নেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক শামসুজ্জামান দুদু ও ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম। সঞ্চালন করেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দীন আহম্মদ। অনুষ্ঠানটির আয়োজনে সহযোগী হিসেবে ছিলো ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন।

অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আ ফ ম ইউসুফ হায়দার, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান, সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন, একুশে পদকপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চারুকলা অনুষদ এবং অর্থী আহমেদ ড্যান্স একাডেমির যৌথ উদ্যোগে গত ১৭ জুলাই ২০২৬ চারুকলার বকুলতলায় 'ঘনঘটা ২' শীর্ষক নৃত্য উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। প্রায় ৩০০ জন শিল্পী এই উৎসবে অংশ নেন। ৩-৭০ বছর বয়সী নৃত্যশিল্পীরা একের পর এক দলীয় নৃত্য পরিবেশন করেন। বিভিন্ন বয়স ও শ্রেণি-পেশার মানুষ এই উৎসব উপভোগ করেন।

লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে ২৪ শিক্ষার্থী পেলেন ডিরেক্টরস অ্যাওয়ার্ড

লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষের স্নাতক পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ২৪ জন শিক্ষার্থীকে 'ডিরেক্টরস অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম গত ২৩ জুলাই ২০২৬ ইনস্টিটিউটের অডিটোরিয়ামে প্রধান অতিথি হিসেবে পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের হাতে সনদ, মেডেল ও উত্তরীয় তুলে দেন।

ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. উপমা কবির। অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউটের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তরা হলেন-ইফতেখারুল হক নাসিফ, অনিন্দ্য অর্ঘ্য, তানজীমুল ইসলাম, নাদিয়া আক্তার শুচি, বিলকিস বানু স্বর্ণা, অনিন্দিতা দে, অরুন্ধতী সিনহা রায়, ফাহিম মাহমুদ, জুনাইদ মোরশেদ অভ্র, সূচনা দাস, ফারজানা রহমান, মো. ইসমাঈল হোসেন, মো. ফাইয়াজ হোসেন, জোবায়ের আহমেদ, সাবিনা আক্তার, সিলভিয়া ইসলাম সিলভী, সানজিদা পারভীন রাহী, এনামুল হক, রাবেয়া সুলতানা, মুহাইমিন আলম সিয়াম, শারমিন সুলতানা, পলি রাণী দাস, নাজিয়া সিদ্দিকা ফারজানা এবং সামিয়া আক্তার।

বৃত্তি ও গবেষণা সহায়তার লক্ষ্যে ২০ লাখ টাকার দুটি ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও গবেষণা সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে 'Dr. Mazid Scholarship Trust Fund' এবং 'Rosie Anwara Mazid Trust Award' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গত ২০ জুলাই ২০২৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের নিকট ২০ লাখ টাকার একটি চেক হস্তান্তর করা হয়।

উপাচার্যের সভাকক্ষে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. উপমা কবির, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আমিনুল ইসলাম তালুকদার, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. শফিউল আলম, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. ইসতিয়াক এম. সৈয়দ, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত হোসেন, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনশী শামস উদ্দিন আহম্মদ, দাতা সদস্য ড. মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ এবং আফরোজা চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

'Dr. Mazid Scholarship Trust Fund' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১০ লাখ টাকা প্রদান করা হয়। এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের বি.এস. (সম্মান) চূড়ান্ত পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জনকারী দুইজন শিক্ষার্থীকে এম.এস. শ্রেণিতে অধ্যয়নরত অবস্থায় এককালীন ৪০ হাজার টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

অপরদিকে, 'Rosie Anwara Mazid Trust Award' প্রতিষ্ঠার জন্য ১০ লাখ টাকা প্রদান করা হয়। এই তহবিলের আয় থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিভাগের বি.এসসি. (সম্মান) শ্রেণিতে অধ্যয়নরত মেধাবী ও অসচ্ছল দুইজন শিক্ষার্থীকে মাসিক ৩ হাজার টাকা হারে এক বছরের জন্য গবেষণা বৃত্তি প্রদান করা হবে। এ হিসেবে প্রত্যেক শিক্ষার্থী মোট ৩৬ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা পাবে।

টিচার্স ক্রিকেট টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিচার্স ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ১১তম আসরের ফাইনালে 'উত্তাল উনসত্তর' টিমকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে 'দুর্বার একাত্তর'। ম্যাচে ১৪৫ রান করে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. হাসান ফারুক। প্লেয়ার অব দ্য সিরিজ নির্বাচিত হয়েছেন সহকারী অধ্যাপক মো. জসিম উদ্দিন। এছাড়া, টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ ১২ উইকেট নিয়ে ইমার্জিং খেলোয়াড় হয়েছেন প্রভাষক আলিফ মোহাম্মদ খান।

টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান গত ৬ জুলাই ২০২৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

টিচার্স ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মো. মহিউদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার, ফার্মেসী অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. সেলিম রেজা ও মাল্টিব্র্যান্ড ওয়ার্কশপের নির্বাহী পরিচালক মো. মাসুদ করিম খান-সহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ ও আবাসিক শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে ভর্তির আবেদনপত্র আহ্বান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে (জুলাই-ডিসেম্বর) পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আগ্রহী প্রার্থীদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে (https://-du.ac.bd) আবেদন ফরম ডাউনলোড করা যাবে। আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সংশ্লিষ্ট বিভাগের চেয়ারম্যান/ইনস্টিটিউটের পরিচালকের অফিসে জমা দিতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে জনতা ব্যাংক টিএসসি শাখায় ১ হাজার টাকা জমার রশিদের মূলকপি, সকল পরীক্ষার নম্বরপত্র এবং সনদপত্রের ফটোকপি ও সম্প্রতি তোলা ১ (এক) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক/বিভাগের চেয়ারম্যান/ইনস্টিটিউটের পরিচালক কর্তৃক সত্যায়িত করে জমা দিতে হবে। একইসঙ্গে গবেষণার একটি রূপরেখা (Synopsis) জমা দিতে হবে। বিদেশ থেকে অর্জিত ডিগ্রির সমতা নিরূপণের পর ভর্তির আবেদন করতে হবে। কোন তথ্য গোপন বা ভুল তথ্য দিলে ভর্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।

পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য প্রার্থীকে এম.ফিল. পাশ অথবা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক সম্মান ও ১ বছর মেয়াদি মাস্টার্স ডিগ্রি অথবা ৩ বছর মেয়াদি স্নাতক সম্মান ও ১ বছর মেয়াদি মাস্টার্স ডিগ্রির অধিকারী হতে হবে। প্রার্থীদের সকল পরীক্ষায় কমপক্ষে ২য় বিভাগ/শ্রেণিসহ ন্যূনতম ৫০% নম্বর থাকতে হবে। CGPA নিয়মে মাধ্যমিক/সমমান থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত সকল পরীক্ষায় CGPA ৫-এর মধ্যে ৩.৫ অথবা CGPA ৪-এর মধ্যে ৩ থাকতে হবে। প্রার্থীদের স্বীকৃতমানের জার্নালে প্রকাশিত কমপক্ষে ২টি গবেষণা প্রবন্ধ থাকতে হবে। কলা অনুষদ, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ও বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ক্ষেত্রে অন্তত ১টি গবেষণা প্রকাশনা একক নামে হতে হবে। ৩ বছর মেয়াদি স্নাতক সম্মান এবং ১ বছর মেয়াদি মাস্টার্স ডিগ্রি ধারীদের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের স্নাতক পর্যায়ে কোন স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ২ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে অথবা কোন স্বীকৃতমানের গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ২ বছরের গবেষণা সংক্রান্ত কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে অথবা সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ২ বছরের চাকুরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্যের জন্য এমফিল-পিএইচডি শাখায় যোগাযোগ করা যাবে।

বাংলাদেশ-জাপান শিক্ষা সহযোগিতা নিয়ে সেমিনার

গত ২৯ জুলাই ২০২৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন অডিটোরিয়ামে Japanese Universities Alumni Association in Bangladesh (JUAAB) এবং বাংলাদেশে জাপান দূতাবাসের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'Japan Education Seminar ২০২৬' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন Japanese Universities Alumni Association in Bangladesh (JUAAB)-এর সভাপতি অধ্যাপক ড. এ. টি. এম. জাফরুল আজম। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম এবং ঢাকাস্থ জাপান দূতাবাসের জনসংযোগ ও সংস্কৃতি শাখার প্রধান মি. ইউ আওয়াগি। সেমিনারে জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা,

(পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩)

এবিএম মূসা-সেতারা মূসা ফাউন্ডেশন বৃত্তি তহবিলের 'সেতারা মূসা বৃত্তি' প্রদান

বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীদের একাডেমিক উৎকর্ষকে উৎসাহিত করতে প্রতিষ্ঠিত এবিএম মূসা-সেতারা মূসা ফাউন্ডেশন বৃত্তি তহবিলের আওতায় 'সেতারা মূসা বৃত্তি, ২০২৪-২০২৫' প্রদান অনুষ্ঠান গত ২৮ জুলাই ২০২৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের দ্বিতীয় তলার কনফারেন্স কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, কলা অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার এবং ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা পরিবারের সদস্য ব্যারিস্টার মো. আফতাব উদ্দিন। স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলা বিভাগের ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সোহানা মাহবুব এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম (সিরাজ সালেকীন)।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, কিংবদন্তি সাংবাদিক এবিএম মূসা ছিলেন সত্যনিষ্ঠা, সাহস ও নৈতিকতার প্রতীক। অন্যায়ের সঙ্গে কখনো আপস না করে তিনি আজীবন সত্যের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। তাঁর কর্ম ও আদর্শ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। একইসঙ্গে বাংলা বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থী সেতারা মূসার স্মৃতিকে ধরে রাখতে প্রতিষ্ঠিত এই বৃত্তি তহবিল একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন নাইম সিরাজ, ফাবিহা বুশরা প্রিয়ন্তি, তনুজা বিশ্বাস প্রজ্ঞা, তাসনিয়া জাহান মুনমুন, নুসরাত জাহান সুবর্ণা, আনিকা তাবাসসুম, সাবিকুন নাহার, আনিবা তাসনীম, আলপনা আক্তার, সালমা বেগম এবং আ. খালেক।

কবি সুফিয়া কামাল হল ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি পেলেন ৭৬ জন শিক্ষার্থী

কবি সুফিয়া কামাল হলের উদ্যোগে 'কবি সুফিয়া কামাল হল ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি প্রদান এবং বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান' গত ২৭ জুলাই ২০২৬ হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তি ও পুরস্কার বিতরণ করেন।

হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. ছালমা নাছরীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক জবা রানী বিশ্বাস শুভেচ্ছা বক্তব্য এবং ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি কমিটির আহ্বায়ক ড. সাদিয়া আফরিন ছন্দা স্বাগত বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানে হলের বার্ষিক ম্যাগাজিন 'প্রতিবিম্ব'র মোড়ক উন্মোচন করা হয়। সহকারী আবাসিক শিক্ষক নুশরাত আরা অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

স্নাতক সম্মান পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জন করায় উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী সুমি বিশ্বাস এবং ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের আফসানা আঞ্জুম আঁখি স্বর্ণপদক লাভ করেন।

উল্লেখ্য, ৩০ জন শিক্ষার্থী কবি সুফিয়া কামাল হল ট্রাস্ট ফান্ডের ট্যালেন্টপুল বৃত্তি, ৪০ জন সাধারণ বৃত্তি ও ৬ জন কো-কারিকুলার বৃত্তি পান। সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় উপস্থিত বক্তৃতা, আবৃত্তি, লোক সঙ্গীত, আধুনিক গান, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল সংগীত ও নৃত্য (সাধারণ, লোক ও উচ্চাঙ্গ) ক্যাটাগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারীকে পুরস্কৃত করা হয়।

তাজউদ্দীন আহমদ অ্যাওয়ার্ড পেলেন ৭ শিক্ষার্থী

২০২১ সালের বিএসএস সম্মান পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জন করায় শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের মেধাবী ছাত্রী রাবেয়া আক্তার সাথী 'তাজউদ্দীন আহমদ স্বর্ণপদক' লাভ করেছেন। এছাড়া, একই বিভাগের ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রী মুমতাহানা হাবীব ও ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রী আরুশা বিনতে আমিরকে 'তাজউদ্দীন আহমদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি' প্রদান করা হয়েছে। রচনা প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান লাভ করায় বিভিন্ন বিভাগের ৫ জন শিক্ষার্থীকে 'তাজউদ্দীন আহমদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ড পুরস্কার' প্রদান করা হয়েছে। গত ২৩ জুলাই ২০২৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এক অনুষ্ঠানে তাদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা শারমিন আহমদ প্রধান অতিথি এবং কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. মেহেদী হাসান খান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. এ এফ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী 'তাজউদ্দীন আহমদ স্মারক বক্তৃতা' প্রদান করেন। স্বাগত বক্তব্য দেন শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন সিদ্দিকী।

তাজউদ্দীন আহমদ রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীরা হলেন- মো. আব্দুস সামাদ (সমাজ-বিজ্ঞান), মো. তকী ইয়াসির ইউশা (শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট), হৃদয় আহমেদ স্বাধীন (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), কামাল উদ্দিন (ইংরেজি) এবং মুহাম্মদ রায়হান (শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন)।

সম্পাদক: মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: ফররুখ মাহমুদ, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন ও মো. আবু বকর সিদ্দিক
ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও নাসির আহমেদ তুষার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৫৫২৩২২১৩৮